দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ 09 JAN 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠন প্রসঙ্গে

কয়েক দিন আগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক ২০১১ ও ২০১২' প্রদান করা হইয়াছে কৃতী শিক্ষার্থীদের মাঝে। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে উচ্চশিক্ষা কমিশনে রূপান্তরের খসড়া প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রহিয়াছে। উচ্চশিক্ষাকে যুগোপযোগী ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করিতে উচ্চশিক্ষা 'অ্যাক্রিডেশন কাউন্সিল' গঠনের বিষয়টিও প্রক্রিয়াধীন। সরকার উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী ও বহুমাত্রিক ধারায় বিকশিত করিতে যে উদ্যোগ নিয়াছে, ইহা সেই কার্যক্রমেরই অংশবিশেষ। উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ইউজিসির ব্যর্থতার কথা বহুদিন ধরিয়া বলা হইতেছে। এই প্রেক্ষাপটে কেহ কেহ বিভাগীয় শহরে ইউজিসির সম্প্রসারণ তথা শাখা কার্যালয় স্থাপন, ইহার ক্ষমতা ও জনবল বৃদ্ধি ইত্যাদি সুপারিশ করিয়া আসিতেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত ইউজিসিকে উচ্চশিক্ষা কমিশনে রূপান্তরিত করিবার পরিকল্পনাটিই অধিকতর যৌক্তিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহার মাধ্যমে আরও বৃহত্তর পরিসরে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় বিরাজমান সমস্যাগুলির সমাধান করা সহজ হইবে। ইউজিসির সম্প্রসারণ ও ক্ষমতায়নের ব্যাপারে যাহারা প্রত্যাশী, তাহাদের মূল উদ্দেশ্যও ইহার মাধ্যমে পূরণ হইবে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আদেশ (রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশ ১৯৭৩) বলে ঐ বৎসরই ইউজিসি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইহার প্রধান ভূমিকা ও দায়িত্ব হইতেছে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার চাহিদা নিরূপণ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আর্থিক চাহিদা নির্ধারণ, সরকারের নিকট হইতে তহবিল গ্রহণপূর্বক তাহা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য বরাদ্দকরণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগ, ইনস্টিটিউট ও অন্যান্য অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সম্প্রসারণ বিষয়ে সরকারকে পরামর্শদান। ইহার জন্য শীর্ষপদে একজন চেয়ারম্যান এবং তাহাকে সহায়তা করার জন্য ৫ জন পূর্ণকালীন ও ৯ জন খণ্ডকালীন সদস্য রহিয়াছেন। ইহাছাড়া এই প্রতিষ্ঠানের আছে অন্যান্য নিয়মিত জনবল ও কর্মী বাহিনী। কিন্তু যখন শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিল, বাড়িল শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং তাহা সামাল দিতে গত শতাব্দীর নব্বই দশকের পর সরকার বেসরকারি স্কুল-কলেজসহ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকে উৎসাহিত করিতে লাগিল, তখন এইক্ষেত্রে ফুটিতে লাগিল শতফুল। বেসরকারি খাতে শিক্ষার এই সম্প্রসারণ আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি নূতন দিগন্ত ও অধ্যায়ের সূচনা করিল। কিন্তু প্রথম হইতে এইসব প্রতিষ্ঠান তদারকিতে গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। নানা সীমাবদ্ধতার কারণেও ইউজিসি অনেক সঙ্কট নিরসনে সক্ষমতার পরিচয় দিতে পারে নাই।

বর্তমানে দেশে ত্রিশের অধিক সরকারি এবং অর্ধশতাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে। এমনকি এখন দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যাই সর্বাধিক। বর্তমান সরকারের দুই মেয়াদে তথা গত সাত বৎসরেই কেবল ১১টি নূতন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৩৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাছাড়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে একটিসহ আরও চারটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা রহিয়াছে। এমনকি কিছুদিন আগে জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তুলিবারও অঙ্গীকার করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় ক্রমবর্ধমান উচ্চশিক্ষার এই ক্ষেত্রটিতে নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় উচ্চশিক্ষা কমিশন (এইচইসি) গঠনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহিত সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও ইহার মানোন্নয়নেও ইহা লইয়া বৃহৎ পরিসরে কাজ করা অত্যাবশ্যক। তাই আমাদের সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সত্যিকার অর্থে গবেষণাগারে পরিগণিত করিতে প্রস্তাবিত এইচইসি গঠনকে আমরা স্বাগত জানাই।